দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 17 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

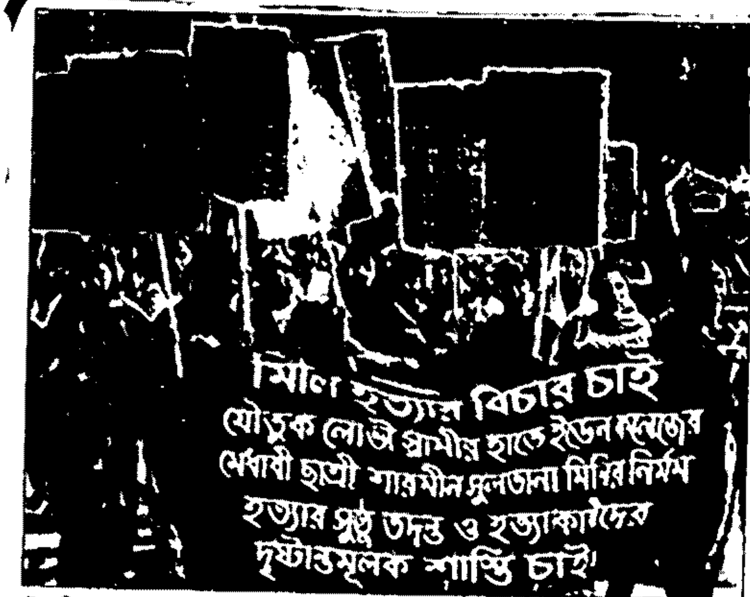

ইনকিলাব ঃ ইডেন কলেজের মেধাবী ছাত্রী শারমিন সুলতানা মিলির হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও হত্যাকারীদের শাস্তির দাবীতে কলেজের ছাত্রীরা গতকাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে শেখ হাসিনা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে ইতিহাস বিকৃতি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ছাত্রী নেতৃবৃন্দকে ছাত্রসমাজের মধ্যে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার আহবান জানান।

গতকাল (শনিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী নেতৃবৃন্দ সুধাসদনে তার সাথে দেখা করতে এলে তিনি ছাত্রী নেতৃবৃন্দের প্রতি এই আহবান জানান। ছাত্রী নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, ইডেন ও বদরুন্নেছা কলেজ-এর ছাত্রী নিবাস থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা

৪-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

শেখ হাসিনা প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে হল থেকে বিতাড়িত করে দেয়ার ঘটনা তাকে অবহিত করেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রী নেতৃবৃন্দের শিক্ষা জীবন আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শেখ হাসিনা ছাত্রী নেতৃবৃন্দকে সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের নির্যাতন-নিপীড়ন ও অত্যাচারের ঘটনা ছাত্রসমাজের মধ্যে প্রচার করে জনমত সৃষ্টির আহবান জানান। তিনি ছাত্রী নেতৃবৃন্দকে বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৫ বছরের শাসনামলে শিক্ষাঙ্গন ছিল সন্ত্রাসমুক্ত ও সেশনজট মুক্ত। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সহজলভ্য ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছিল। ছাত্রসমাজের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার পরিবেশকে করা হয়েছিল উন্নততর। অথচ বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে চলছে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। এই অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ছাত্রী নেতৃবৃন্দকে লেখা-পড়ার পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করার আহবান জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব ওবায়দুল কাদের, আবদুর রহমান, এনামুল হক শামীম প্রমুখ।

মশিউরের বক্তব্যের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল মান্নান এক বিবৃতিতে জাতীয় সংসদে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য মশিউর রহমান কর্তৃক আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্যকে অশালীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ক্ষমতার পদলেহনকারী মশিউর রহমানদের মত ভাঁড়দের পক্ষেই সর্বজন স্বীকৃত কমিশনভোগী তারেক জিয়ার এহেন বন্দনা করা সম্ভব। তারেক জিয়ার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র কিনা গত কয়েক মাসের পত্র-পত্রিকার রিপোর্টিং পড়লেই জানা যাবে- তারেক জিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিভাবে দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তাদের কাছ থেকে কমিশন আদায় করছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের ভাঙা সুটকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জির মধ্য থেকে আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের মাধ্যমেই কি শিপিং কোম্পানী, মার্শাল ডিস্টিলারী, ড্যান্ডি ডাইং ইত্যাদি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো হাজার কোটি টাকার সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে। তার চরিত্র "ফুলের মতো" পবিত্র! বলেই খালেদা জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করার তৃতীয় দিনেই সোনালী ব্যাংকের ঋণের ১২ কোটি টাকা ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে মওকুফ করে নিয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ক্ষমতার চার মাস অতিক্রান্ত না হতেই তারেক জিয়ার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা অতীতের সকল রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। বিবৃতিতে তিনি মশিউর রহমানের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ার করে বলেন, সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন তারেক জিয়াদের দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ দেশবাসীর রুদ্র রোষানলে তাদের ক্ষমতার তখ্‌ত তাউস ধ্বংস হয়ে যাবে।